সংবাদ

তারিখ 26 APR 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

দায়িত্বহীনতা : নিকলীতে ৬১টি আনন্দ স্কুলের বরাদ্দ বাতিল হচ্ছে

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ

জেলার নিকলীতে কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীনতায় ৮৯টি আনন্দ স্কুলের মধ্যে ৬১টির বরাদ্দ বাতিল হতে চলেছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. নূরুল আলম মাখন সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা বরাবরে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, কিশোরগঞ্জের আর্থিক সহায়তায় সরকার ২০০৬ সালে ঝরেপড়া শিশুদের জন্য 'রিচিং আউট অফ স্কুল চিলড্রেন (রস্ক)' প্রকল্পের আওতায় নিকলীতে ৯৮টি আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এসব স্কুল এনজিও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। গত বছরের শেষ দিকে সরকার নিকলীর জন্য আরও ৮৯টি আনন্দ স্কুল অনুমোদন করে এবং গত ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে এগুলোর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেয়ার জন্য উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাগজপত্র পাঠাতে ব্যর্থ হলে নতুন স্কুলের অনুমোদন বাতিল হয়ে যাবে বলেও উল্লেখ করা হয়।

কিন্তু উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাত্র ২৮টি স্কুলের তালিকা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়। তবে নির্ধারিত সময়ের পর ৩১ মার্চ আরও ২৮টি স্কুলের তালিকা পাঠানো হয়, যা অনুমোদনের কোন সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে 'সংবাদ'কে জানান, নির্বাচিত এনজিও নির্ধারিত সময়ের পর স্কুলের তালিকা জমা দেয়ার কারণে দ্বিতীয় কিস্তির ২৮টি স্কুলের তালিকা পাঠাতে দেরি হয়েছে।